মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ১ জন আসামী রয়েছে।

এরা হলেন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলা ৯৪/১৯ মামলার আসামী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মানিক হোসেন, ৪২৩/২০ মামলার আসামী শ্যামপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে আলাউদ্দীন, ১৯৫/২২ মামলার আসামী দক্ষিণ শালিকা গ্রামের সাহাবুদ্দীনের ছেলে মিঠু হোসেন ও সিআর ১৭২/২২ মামলার আসামী কাঁঠালপোতা গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে লেকছার আলী।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, এএসআই শাকিল, এএসআই মাহবুব, এএসআই মাসুদ, এএসআই শাহাজামাল, এএসআই ইব্রাহিমসহ সঙ্গীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নারী নির্যাতন

মামলার ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী তোহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। তোহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে।

সোমবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এএসআই শাকিলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তোহিদুলকে গ্রেফতার করেন। তার নামে পারিজারি আইনে মামলা রয়েছে। মামলা নং সিআর ৫/২২।

সদর থানার এএসআই শাকিল জানান, গতকাল (১ আগষ্ট) তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আদালত থেকে থানায় আসার পর পরই অভিযান চালানো হয়।

আজ মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীর কাথুলী-খাসমহল সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী-খাসমহল বিওপি সড়ক নির্মাণের কাজে নিম্মমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে অযোগ্য আমা আদলা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মাণের উন্নয়ন কাজ।

সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের যোগ সাজসে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনি এন্টার প্রাইজের স্বতাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন এই নিম্নমানের কাজ করছেন। তবে, জনি এন্টার প্রাইজের সত্বাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন বলেন, রাস্তা নির্মাণে কোনো অনিয়ম করা হয়নি, ভাল ইট দিয়েই কাজ করছি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল (এলজিইডি) অধিদপ্তরের তত্বাবধানে গাংনী উপজেলার কাথুলি থেকে খাসমহল পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা প্রায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন ইটভাটা থেকে কুড়ানো ভাঙড়ি আমা ইট এনে একটি পাটের জমির পাশে জড়ো করেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি। রাস্তাটিতে সিডিউল অনুযায়ী গভীর করা হয়নি। এছাড়া নিম্নমানের বালির সাথে মেশানো হয়েছে মাটি। কাজের মান বুঝে নেওয়ার জন্য একজন উপসহকারী প্রকৌশলী ও ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট বা এলজিইডি অফিসের লোকজন সার্বক্ষনিক থাকার কথা সরেজমিনে এলজিইডির কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রকল্পের কাছে দেখা যায়নি। সেখানে শুধু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাইড দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত আলম হোসেন নামের একজনকে পাওয়া গেছে।

আলম হোসেন বলেন, লেবারদের দেখা শোনা ও মালামাল ঠিকঠাক করে রাখা আমার দায়িত্ব। আমি কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই ফাঁকি দিয়ে করেছে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ। প্রথম দিকে ঠিকাদার ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বলার পরেও তারা কোনো কর্ণপাত করেননি।

রাস্তার বিএমডাব্লিউ করার সময় মানহীন ইট ও গুড়ো ইটের রাবিশ দিয়ে করার কারনে গ্রামবাসি কাজে বাধা দেন। ফলে কিছুদিন কাজটি বন্ধ হয়েছিল। ঠিকাদার, গ্রামের মানুষের তোপের মুখে পড়েন। ওই সময় সামান্য কিছু ইট সরিয়ে নেন ঠিকাদার। পরে আবারো সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর যোগসাজসে নিম্নমানের ইট দিয়েই কাজ শুরু করে পূণরায়। কাজটিতে রুলার দিয়ে কমপেকশন করাও হয়নি ঠিকমত।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, মানুষের চোখ ফাঁকি দিতে রাতের আধারে বিভিন্ন ইটভাটা থেকে তারা আদলা ইট নিয়ে এসে তড়ি ঘড়ি করে কাজটি শেষ করার পায়তারা করছে।

কাথুলীর যুবক পলাশ ও হাসান আলী বলেন, কমা ও গুইড়ু ইট দিয়ে এই রাস্তার নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। এখানে কাজের সাইনবোর্ড দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়নি। ঠিকাদারের লোকজনের মধ্যে একটা মাস্তানি ভাব পরিলক্ষিত হয়। কেউ এ কাজের প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। কাজের মান যাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে

কাছে দাবীও জানান তারা।

ধলা গ্রামের রফিকুল ইসলাম নামের এক কৃষক বলেন, বাজে ইট দিয়ে রাস্তাটি তৈরী হচ্ছে। এর আগে খুড়াখুড়ি করে দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছিল ঠিকাদার। ভোগান্তিতে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। মানুষের ভোগান্তি থেকে বাঁচতে এখন বলছে খারাপ করে হলেও রাস্তাটি হোক এটা চাই।

জনি এন্টারপ্রাইজের স্বতাধীকারী ঠিকাদার সাহাবাজ উদ্দীনের কাছে কাজের বরাদ্দের পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যায়ে ওই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ চলছে। নিম্নমানের ইট, বালির সাথে মাটি মেশানো ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা সত্য নয়। প্রতিবেদকের সাথে তিনি দেখা করারও প্রস্তাব দেন।

কার্য্য সহকারী (ওয়ার্কি এসিসটেন্ট)মহিদুল ইসলামকে কাজের সাইটে পাওয়া যায়না কেনো জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দেননি। তবে কত টাকার কাজ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজটি সোয়া তিন কিলোমিটার। এই কাজের জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

উপসহকারী প্রকৌশলী আলাউদ্দীনের কাছে কাজ সমন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওই প্রকল্পের দায়িত্ব আমার থাকলেও আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। সব কিছুই আছে উপজেলা প্রকৌশলী স্যারের কাছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, আমি ঢাকাতে আছি। গাংনীতে ফিরেই বিষয়টি দেখবো। কোজের মান নিয়ে গ্রামবাসির ক্ষোভ ও সাংবাদিকদের সরেজমিনে গিয়ে কাজের মান ও ইটের বিষয়ে তাকে বললে আমি এখনি কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি। তবে প্রকল্পটি দেড় কোটি টাকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ব্যাপারে মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

জেলা ও উপজেলা এলজিইডি অফিস রাস্তাটি নির্মাণের কোনো কাগজপত্র দেননি। এছাড়া রাস্তাটি নির্মাণের বরাদ্দের ব্যাপারে তিনজন তিন ধরণের তথ্য দিয়েছেন প্রতিবেদককে।

স্থানীয়দের ধারণা, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের যোগসাজসে রাস্তাটিতে নিম্নমানের এসব উপকরণ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদার কাজ না করেও বিল প্রদানের অভিযোগ রয়েছে নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের

বিরুদ্ধে।

দামুড়হুদায় বিদুৎস্পৃষ্টে এক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ফুলমালা খাতুন (৩৮) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তিনি একই উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামের আশব বারির স্ত্রী। সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, এদিন সকালে তার স্বামীর ইজিবাইকে চার্জ দিতে যান ফুলমালা খাতুন। এসময় অসাবধানতাবশত চার্জারের তারে হাত লেগে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। পরিবারের সদস্যরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।

তিনি আরো জানান, মরহুমার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

শৈলকুপায় বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর,লুটপাট নারীসহ আহত ১৫

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে উভয় পক্ষের নারীসহ অন্তত ১৫ জন।

গত রোববার রাতে শৈলকুপা উপজেলার ৮ নং ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কামারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, গত ৫ জানুয়ারি

ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামের বিজয়ী ইউপি সদস্য রতন কুন্ডু ও পরাজিত সদস্য লক্ষীকান্তের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিল। কয়েকদিন আগে লক্ষীকান্তের সমর্থক সুশান্ত মন্ডল পাশর্^বর্তী রত্নাট গ্রাম থেকে কয়েকজন যুবককে নিয়ে কামারিয়া গ্রামে চায়ের দোকানে মহড়া দেয়।

স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরই জের ধরে রাতে তারা ওই গ্রামে হামলা চালিয়ে ৬টি বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে। মারধরে আহত হয় নারীসহ অন্তত ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবী জানিয়েছেন ভক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী কামারিয়া গ্রামের সুনীল জানান, কে বা কারা পিছন থেকে এসে আমার মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যায়। তবে কে আঘাত করলো আমি দেখতে পাইনি। ধলহরাচন্দ্র ইউপি মেম্বর রতন কুন্ডু বলেন, পাশ^বর্তী ইউনিয়নের ফরিদ মুন্সীর নেতৃত্বে লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ঘরে হামলা ও লুটপাট করে পালিয়ে যায়।

বগুড়া ইউপি মেম্বর ফরিদ মুন্সী বলেন, আমার নেতৃত্বে কামারিয়া গ্রামে কোন হামলা হয়নি। ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এঘটনা ঘটিয়ে আমার উপর দোষ চাপাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সাথে জড়িত না।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, কামারিয়া গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটেছে তবে এ ঘটনায় এখনো কোন মামলা হয়নি। ওখানে আমাদের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত আছে।

দর্শনায় চাকরি কোটা ও বৈষম্য দূরি কারণের দাবিতে হরিজন

সম্প্রদায়ের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা- মুজিবনগর সড়কে বাংলাদেশ হরিজন সম্প্রদায় পরিষদের ২৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

সোমবার বিকাল ৫ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের দর্শনা আমতলা মন্দিরের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে পরিষদের নেতারা বলেন, বর্তমানে নতুন করে মন্ত্রণালয় বিভাগে আউটসোর্সিংয়ের নামে পরিশ্রম কর্মী পদে নিয়োগে বানিজ্য ও দুর্নীতি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রতিটা পৌরসভায় পরিশ্রমই পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে ১ হাজার ২ শত টাকা থেকে ৬ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করলে আমাদের বেতন কম পক্ষে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঝাড়ুদার, কেনিয়ার, সুইপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ কোটা বরাদ্দ করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে বিসিএস সহ সকল চাকরিতে কোটা দিতে হবে।

আমাদের জীবন যাত্রায় বৈষম্য দূর করার দাবি করে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি রামু কুমার বাসফোঁড়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী রতন বাসফোঁড় ও সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী জিতেন বাসফোঁড় প্রেম।

প্রচণ্ড গরম-লোডশেডিংয়ে কুষ্টিয়ায় বেড়েছে হাতপাখার কদর

প্রচণ্ড গরম আর লোডশেডিংয়ে কুষ্টিয়ার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই জেলাজুড়ে বেড়েছে হাতপাখার কদর। ফলে ব্যস্ততা বেড়েছে পাখা তৈরির কারিগরদেরও।

এ গরমে কিছুটা শান্তির পরশ দিতে দিন-রাত তাল পাতা ও কাপড়ের তৈরি

পাখা তৈরি করছেন তারা। আর তৈরি এসব পাখা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন পাখা বিক্রেতারা।

এছাড়া কুষ্টিয়ার বিভিন্ন হাট-বাজারেও এখন মিলছে বাহারি রকমের হাত পাখা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- তাল পাতার পাখা, সুতায় বুনানো পাখা, বিভিন্ন কাপড়ের তৈরি পাখা। প্লাস্টিকের তৈরি পাখারও চাহিদা রয়েছে বেশ।

পোড়াদহ জংশন এলাকায় হাতপাখা বিক্রি করছিলো নাটোরের লালপুর উপজেলার নবীনগর এলাকার বাসিন্দা আফজাল হোসেন। তার সাথে এ প্রতিবেদকের কথা হলে তিনি বলেন, ৩০ বছর ধরে ণিয়মিত তালের তৈরী এই হাতপাখা বিক্রি করছি।

স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে তার সংষার। তবে পাখা তৈরী করতে স্ত্রী সন্তানদেরও কাজে লাগানো হয়ে থাকে। সারাদিনে তিনি একশোটি পাখা বিক্রি থাকেন। তরে গরমকালে চলে গেলে শীতকালে তিনি ঘটি গরম বিক্রি করে সংষার চালান। সম্প্রতি লোডশেডিং এর কারণে পাখার বিক্রি বেড়েছে।

আগের তুলনায় পাখা বিক্রি বেশি হলেও দাম বেশি দেন না কেউই। হাতপাখার বাতাসও ঠান্ডা। তালপাখা তৈরী করতে তালের পাতা, বাঁশের ডাট, রং, সুতাল ও তার প্রয়োজন পড়ে। পাখা তৈরীর উপকরণের দাম বাড়লেও আমরা একই দামের পাখা বিক্রি করে থাকি।

কুষ্টিয়া পৌর শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা এনএস রোড এলাকায় দেখা মিলে আব্দুল করিম নামের এক হাতপাখা ব্যবসায়ীর। কুমারখালী উপজেলা সদরে তার বাড়ি। প্রায় ১০-১২ বছর ধরে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হেঁটে হেঁটে বিক্রি করেন হাতপাখা।

আব্দুল করিম জানান, গরমের সময় তিনি তাল পাতা, সুতায় বুনানো ও বাঁশবেতের রঙিন হাত পাখা বিক্রি করছেন। অন্য সময় ছোটখাটো ব্যবসা বা দিনমজুরি করে সংসার চালান।

তিনি বলেন, পাখাগুলো এলাকাতেই তৈরি হয়ে থাকে। সেখান থেকে তিনি কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে থাকেন। প্রকারভেদে ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৭০ টাকা পর্যন্ত তার কাছে পাকা রয়েছে। চাহিদাও ভালো। পাখা বিক্রি করে দিনে ৭০০ থেকে একহাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন তিনি।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুল আলম বলেন, গ্রামাঞ্চলে এ পাখার কদর বেশি থাকলেও শহরের অনেকেই এখনো কেনেন এ পাখা। একটি রঙিন বাঁশবেতের পাখা কিনলাম ৬০ টাকা দিয়ে। এটা দেখতেও সুন্দর আবার বিদ্যুৎ না থাকলে বাতাসও করা যাবে।

এ গরমে বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো লেগেই আছে। তাই হাত পাখার কোনো বিকল্প নাই। এ পাখার বাতাস অনেক প্রশান্তি দেয়।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল

আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে গাঁজা সেবনের দায়ে এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে গড়গড়ি গ্রামে উপস্থিত হয়ে এ আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের আজিজুদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের পাশাপাশি বিক্রয় করে আসছিলো।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় গড়গড়ি গ্রাম থেকে মাসুদ রানাকে ২৫ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে পুলিশ। পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত হয়ে মাসুদ রানাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত ছেলেকে

পুলিশে দিলো পিতা

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের শান্ত (২২) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিয়েছেন তার পিতা। সোমবার দুপুর ২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ কারাদন্ড প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

জানা যায়, শান্ত অনেক দিন ধরেই মাদকাসক্ত। তবে বেশ কিছুদিন ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে অত্যাচার শুরু করে। প্রায়ই সে নিজের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং পিতামাতাকে মারধর করে।

এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আনসার আলী সোমবার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকেও জানায়। সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে শান্তকে ৪ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেটসহ আটক করে ফাঁড়ি পুলিশ।

এসময় খবরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এসময় উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতির মৃত্যু

গাংনী পৌরসভা ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের (পূর্ব মালসাদহ গ্রাম) সাবেক সভাপতি সানোয়ার হোসেন ঠান্ডু (৬৫) হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

সোমবার বিকাল ৫ টার সময় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে দুপুরের দিকে সানোয়ার

হোসেন ঠান্ডু স্ট্রোক করেন। তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা হাসপাতাল ও চিকিৎসকের পরামর্শে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন পরিবারের লোকজন।

মৃত্যুকালে তার এক ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, রাজনৈতকি সহকর্মীসহ গুনগ্রাহী রয়েছেন। সানোয়ার হোসেন ঠান্ডুর মৃত্যুতে গাংনী উপজেলার রাজনীতিকদের মধ্যে শোকের ছাঁয়া নেমে এসেছে।